325

ভোরের কাগজ

তারিখ APR 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

শিক্ষামন্ত্রীর সমীপে

গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড' ঢাকা-এর আওতাধীন দেশব্যাপী এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। দেশের শিক্ষা কাঠামোকে শক্তিশালী এবং বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত দুটো কার্যক্রমই বর্তমান সরকারের মহতী উদ্যোগ।

বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায়, কোনো প্রতিষ্ঠানে দুটো কার্যক্রম একই সঙ্গে চালু আছে অথবা একটি আছে অপরটি নেই। এই সকল কার্যক্রমে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অর্পিত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী কক্ষের ওপর নির্ভর করে ক্লাস করতে হয়। ফলে সকল ছাত্রছাত্রীই তথা শিক্ষকমণ্ডলী সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও আলাদা শ্রেণী কক্ষের তীব্র অভাব। বোর্ডের ভর্তি তথ্য বিবরণী ১৯৯৮-৯৯ অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের ২২৮টি প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। অথচ সমস্যা হলো আলাদা ক্যাম্পাস কিংবা শ্রেণী কক্ষের। এক কথায় বলা যায়, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের (কারিগরি কলেজ) নিজস্ব দালান ভবন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'শ্রীপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয়' - এ এসএসসি ভোকেশনাল এবং এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম দুটো কার্যক্রমই চালু থাকায় এই প্রতিষ্ঠানকে ডাকা হয় 'শ্রীপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ'। সরকার কর্তৃক দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ভোকেশনাল-এর নিজস্ব বিল্ডিং ভবন নির্মাণ কাজ চলছে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯৯ থেকে এই স্কুলের উক্ত কার্যক্রমের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন- মাননীয় সংসদ সদস্য এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এডভোকেট রহমত আলী।

বিনীত আবেদন এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রধান সমস্যা নিজস্ব বিল্ডিং ভবন নির্মাণ এবং দেশের অভিজ্ঞ প্রভাষক/প্রভাষিকাসহ অন্যান্য কর্মচারীর মনে 'শিক্ষার উন্নয়ন প্রেরণা' সৃষ্টি করতে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছি।

অমল চন্দ্র সাহা (প্রভাষক)
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ
শ্রীপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ
শ্রীপুর, গাজীপুর -১৭৪০।